ভোরের কাগজ 40 MAR. 03 200

কলারোয়ায় পরীক্ষা কেন্দ্রে হুড়োহুড়ি পদদলিত হয়ে ৬ জনের মৃত্যু

মেয়েদের শ্লীলতাহানি ঠেকাতে পুলিশি লাঠিচার্জের জের

সুভাষ চৌধুরী, সাতক্ষীরা থেকে : কলারোয়া এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রচণ্ড ভিড়ের চাপে হুড়োহুড়িতে গতকাল বৃহস্পতিবার পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলে ছয়জন নিহত হয়েছে। এই মর্মান্তিক ঘটনার সময় আহত হয়েছে কমপক্ষে ৫০ জন। নিহতদের মধ্যে দুজন পরীক্ষার্থী ও একজন শিক্ষিকা রয়েছেন। ভিড়ের সুযোগে কিছু দুর্বৃত্ত ছাত্রী ও শিক্ষিকাদের শ্লীলতাহানি ঘটায়। এটি প্রতিরোধের জন্য পুলিশ লাঠিচার্জ করলে মর্মান্তিক এ ঘটনার সূত্রপাত হয়। গুরুতর আহতদের খুলনা, সাতক্ষীরা ও কলারোয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। জেলা প্রশাসন চারজনের মৃত্যুর কথা স্বীকার করেছে। ঘটনার কারণ তদন্তে এক সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কলারোয়া হাইস্কুল কেন্দ্রের অধীন স্থানীয় সরকারি কলেজ উপকেন্দ্রে সংঘটিত এই ঘটনার পর পরই থানা সদর জুড়ে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। উত্তেজিত জনতা ইউএনও মোঃ রইসউদ্দিনকে কলারোয়া হাসপাতালে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা অবরুদ্ধ করে রাখে। তারা থানা ঘেরাও করে ইটপাটকেল ছুড়তে থাকে। থানা সদরের প্রায় সব সরকারি ভবন ভাঙচুর হয়। অন্তত ২০টি সরকারি ও বেসরকারি গাড়ি ভাঙচুর হয়। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা যাবৎ সাতক্ষীরা-যশোর সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে। পুলিশ ও জনতার মধ্যে কয়েকদফা ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলে। দুই দফা শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরিত হয়। জনতা লাশ নিয়ে মিছিল করে।

কলারোয়া কলেজের ভিপি এক সমাবেশে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে ইউএনওর অপসারণ দাবি করেন। থানা মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষক সমিতি ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্ত দাবি, নিরাপত্তাদানে ব্যর্থ হওয়ায় শনিবার থেকে পরীক্ষা গ্রহণে বিরত থাকা এবং কালোব্যাজ ধারণের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে কলেজ উপকেন্দ্রে পরীক্ষা গ্রহণকালে হলে ছিল নকলের ছড়াছড়ি। পরীক্ষা কেন্দ্রের ২০০ গজের মধ্যে ১৪৪ ধারা জারির নির্দেশ থাকলেও তা যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয়নি।

ঘটনাস্থল সফর করে প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণে জানা যায়, সকাল ৯টার পর ত্রিতলবিশিষ্ট কলেজ উপকেন্দ্রের নিচের কলাপসিবল গেট খুলে দেওয়া হয়। এ সময় এই উপকেন্দ্রের প্রায় ১ হাজার পরীক্ষার্থীর সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যায়। দোতলা ও তিনতলায় অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষা হলের দরজা তখন বন্ধ থাকায় সিঁড়িতেই ভিড়ের চাপ বাড়তে থাকে। প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে বহিরাগত উচ্ছৃঙ্খল যুবকরা মেয়েদের ওপর হামলা চালিয়ে শ্লীলতাহানি ঘটাতে থাকে। সম্ভ্রম রক্ষায় ব্যর্থ অনেকেই এ সময় সিঁড়িতে পড়ে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পুলিশ রেলিং বেয়ে উপরে উঠে এলোপাতাড়ি লাঠিপেটা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে আস্থার আরো অবনতি ঘটে। এরই

● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

কলারোয়ায় পরীক্ষা কেন্দ্রে হুড়োহুড়ি

● প্রথম পাতার পর

মধ্যে নিচের কলাপসিবল গেটও বন্ধ করে দেওয়া হয়। হুড়োহুড়ি ও চাপাচাপিতে ঘটনাস্থলেই নিহত হন কলেজ ছাত্র হাবিবুর রহমান (২০)। অভিভাবক মামুনুর রশীদ নিহত হন (২৫), যুগিগুগলি হাইস্কুলের শিক্ষিকা ফজিলা খাতুন (২৫), হঠাৎগঞ্জ হাইস্কুলের পরীক্ষার্থী শামসুন্নাহার লিপি (১৭), বিআরডিবির সাবেক চেয়ারম্যান আবুল কাশেম (৫০) এবং হঠাৎগঞ্জ হাইস্কুল থেকে পরীক্ষার্থী মোঃ আসাদুল হক (১৭)। দুপুরে ঘটনাস্থল সফররত খুলনার অতিরিক্ত ডিআইজি এনায়েতুল্লাহ দেওয়ান ও জেলা প্রশাসক সায়ফুর আলম এক প্রেস ব্রিফিংে শেষোক্ত দুজন বাদে চারজনের মৃত্যুর কথা স্বীকার করেন। নিহতদের পরিবারবর্গ লাশগুলো নিয়ে যায়। পরীক্ষা শেষে পুলিশ ইউএনওকে অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে উদ্ধার করে। এর আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সাতক্ষীরা থেকে অতিরিক্ত পুলিশ ও বিডিআর পাঠানো হয়।

এর আগে জেলা প্রশাসক ক্ষুব্ধ শিক্ষকদের সমাবেশে ভাষণ দিয়ে দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির প্রতিশ্রুতি দেন। সাতক্ষীরার এডিএম মোঃ ইমদাদুল হককে প্রধান করে গঠিত তদন্ত কমিটি ৭২ ঘণ্টার মধ্যে রিপোর্ট পেশ করবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঘটনার সময় উচ্ছৃঙ্খল যুবকরা অন্তত ১০ জন মহিলা ও ছাত্রীকে প্রায় নগ্ন করে ফেলে। এদের মধ্যে ছয়জন ছাত্রীকে শিক্ষকদের কক্ষে নিয়ে কাপড়চোপড় পরিয়ে হলে পাঠাতে হয়। ঘটনার পর থেকে গোটা কলারোয়া জুড়ে শোকের আবহ বিরাজ করছে।

রাতে এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কোনো মামলা হয়নি। কলারোয়ায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

নকল সরবরাহে বাধা দেওয়ায় কুমিল্লায় একজন খুন

কুমিল্লা প্রতিনিধি জানান, নকল সরবরাহে বহিরাগত যুবকদের বাধা দেওয়ায় ছুরিকাঘাতে নৃশংসভাবে খুন হয়েছে কুমিল্লা সদর থানার চৌয়ারা ডিগ্রি কলেজের পিয়ন আনিসুর রহমান।

গতকাল বৃহস্পতিবার ইংরেজি ১ম পত্রের পরীক্ষা চলাকালে একদল যুবক নকল নিয়ে চৌয়ারা কলেজের ভিতর দিয়ে পাশের চৌয়ারা বালিকা বিদ্যালয় কেন্দ্রে যাওয়ার পথে পিয়ন আনিসুর বাধা দেয়। এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে বহিরাগত যুবকরা পরীক্ষা শেষে দুপুর দেড়টায় পিয়ন আনিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং উপর্যুপরি ছুরিকাঘাতে তাকে গুরুতর আহত করে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় আনিসকে হাসপাতালে নেওয়ার পথে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে পথিমধ্যে সে মারা যায়। এ ব্যাপারে কোতোয়ালি থানায় মামলা হয়েছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।